প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বুধবার ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউটে বাংলাদেশ মেডিকেল শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের তৃতীয় জাতীয় সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণ দেন

মেডিকেল ভার্সিটি স্থাপন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জনগণের কাছে গণতন্ত্র ও অর্থনীতির সুফল পৌঁছে দেয়ার আন্দোলন সবে শুরু হয়েছে মাত্র।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ডাক্তার মিলনের মত শহীদদের রক্তরঞ্জিত দাবী সকলের জন্য সুষ্ঠু চিকিৎসা পরিচর্যা, শিক্ষা, আশ্রয় ও বস্ত্রের সংস্থান না হওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন থামবে না।

বেগম খালেদা জিয়া ডাক্তার মিলনের হত্যাকারীদের বিচার ও শাস্তির নিশ্চয়তা দিয়ে বলেন, এই প্রসঙ্গে তার সরকার ইতিমধ্যেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফ, বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশনের সভাপতি ডাঃ এম এ সাজেদ, ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক আবদুল বায়েছ ভূঁইয়া, সাধারণ সম্পাদক ডাঃ গাজী আবদুল হক, অধ্যাপক গোলাম রসুল এবং শহীদ ডাক্তার মিলনের মাতা মিসেস সেলিনা আক্তার।

স্বৈরশাসনের উৎখাতে ডাক্তারদের কার্যকর অবদানের কথা উল্লেখ করে বেগম জিয়া আশা প্রকাশ করেন যে, একটি স্বনির্ভর ও সুখী বাংলাদেশ গড়ে তোলায় চিকিৎসক সম্প্রদায় গণতান্ত্রিক সরকারের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যাবে।

তিনি দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করে বলেন যে, সর্বস্তরের জনগণের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় তার সরকার দেশকে দারিদ্র্যতা, নিরক্ষরতা, অপুষ্টি এবং গৃহায়ন সমস্যা থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, শহীদরা একটি সমৃদ্ধ ও শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে তাদের জীবন দিয়েছেন এবং তাদের সে স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য তারা আমাদের ওপর দায়িত্ব অর্পণ করে গেছেন। তিনি বলেন, প্রকৃত জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় যদি আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকি, তবে তাদের কাংখিত স্বপ্ন বাস্তবায়নে আমরা সক্ষম হবো।

বেগম জিয়া বলেন, গত ৯ বছরের একনায়কতন্ত্র শুধু ডাক্তারদের জন্যেই সমস্যা সৃষ্টি করেনি বরং তা আমাদের ঐতিহ্যিক মূল্যবোধ ও সংগঠনকেও ধ্বংস করেছে।

তিনি বলেন, একটি গণতান্ত্রিক সরকারকে দেশ পরিচালনায় অসুবিধায় ফেলতে অতীতের স্বৈরশাসক হিসেব করেই সকল খাতকে ধ্বংস করেছে।

বেগম জিয়া উল্লেখ করেন যে, ছাত্র আন্দোলনের কারণে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ সব সময়ই স্বৈরশাসকের আক্রমণের মূল লক্ষ্য ছিল। তিনি বলেন, স্বৈরশাসক শিক্ষার পরিবেশ ধ্বংস করার জন্য সন্ত্রাস সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্যাম্পাসে বহিরাগতদের অনুমোদন করেছে।

বেগম জিয়া বলেন, এর ফলে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এখন মাস্তান ও গুন্ডাদের প্রভাব।

তিনি সকলকে এসব মাস্তানদের চিহ্নিত করতে এবং তাদেরকে গ্রেফতারে প্রশাসনকে সহায়তার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান।

দেশের দক্ষিণাঞ্চলে ডায়রিয়া মোকাবেলায় ডাক্তারদের সহযোগিতার প্রশংসা করে বেগম খালেদা জিয়া বলেন, ডাক্তারদের সক্রিয় ও কার্যকর সহায়তায় এবার এর আগের চেয়ে ডায়রিয়ায় মৃত্যুর সংখ্যা অনেক কম।

বেগম জিয়া বলেন, তার সরকার ডাক্তারদের সমস্যা বিষয়ে সচেতন এবং সর্বাধিক গুরুত্বের সাথে তা সমাধান করা হবে। তিনি বলেন, আমাদের অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, আমাদের সম্পদ সীমিত এবং সরকারের পক্ষে একা সমস্যা সমাধান সম্ভব নয়।

22